আচার্য শংকরের মতে জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক

আচার্য শংকরের বিখ্যাত উক্তি, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ' অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছু নয়। শংকর কেবলাদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে এক অদ্বয় ব্রহ্মেরই সত্তা আছে। জীবের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীবের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবই ব্রহ্ম। শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্য বা ব্রহ্ম সচ্চিদান্দস্বরূপ। ব্রহ্ম নিত্য, অক্ষয়, ও অদ্বয়। মায়া প্রভাবে সগুণ ব্রহ্ম বহু জীবরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। পরমাত্মা এক বা অদ্বয়। পরমাত্মা নিরবয়ব ও বিভু। অন্তঃকরণ এই উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই এক আত্মা বহু জীব বলে প্রতিভাত হন। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার পারমার্থিক সত্তা আছে। কিন্তু জীবের ব্যবহারিক সত্তা আছে। জীব মায়া বা অবিদ্যার সৃষ্টি। তত্ত্বস্থানে অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ লোপ পায় এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয়।

অবিদ্যার জন্যই আত্মাকে ভোক্তা ও কর্তারূপে মনে হয় ঃ জীব জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তা। জীব ধর্ম ও অধর্ম সঞ্চয় করে। জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি আছে, জন্ম-মৃত্যু আছে, বন্ধন-মুক্তি আছে। জীবের ভোগ আছে। পরমাত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, পরমাত্মা জ্ঞাতাও নয়, কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়, পরমাত্মার জন্ম, মৃত্যু, বন্ধন, মুক্তি কোনটাই নেই। পরমাত্মার কোনো ভোগ নেই। যদিও জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই তবুও অবিদ্যাগত অনাদি দুর্বাসনা হেতু জীবে মরণশীলতা ও ভয়ের আরোপ হয়েছে। কাজেই জীবের বাস্তব অমরত্ব বা অভয়ত্ব উৎপন্ন হতে পারে না। জীব ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো পারমার্থিক ভেদ নেই। অবিদ্যাহেতু অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি উপহিত হওয়ার জন্যই আত্মাকে ভোক্তা ও কর্তারূপে মনে হয়। পরমাত্মা সকল প্রত্যক্ষের সাক্ষীন বা দ্রষ্টা। অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত জীব ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন।

জীব আত্ম ও দেহের সমষ্টি ঃ জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হলেও বাহ্য দৃষ্টিতে জীব আত্মা ও দেহের সমষ্টি। জীবের একটি স্থূল শরীর ও একটি সূক্ষ্ম শরীর আছে। জীবের স্থূল শরীর পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি এবং সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ তন্মাত্রের সমষ্টি। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধির দ্বারা নির্মিত। জীবের মৃত্যুর সময়ে স্থূল শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। জীবের দেহান্তর গমনের সময় আত্মার সাথে সূক্ষ্ম শরীরও উপস্থিত থাকে। জীবের দেহ সদ্বস্তু নয়, মিথ্যা অবভাস মাত্র। দেহাত্মজ্ঞান লুপ্ত হলে কেবল আত্মারই অস্তিত্ব থাকে। বস্তুঃ এই দেহ অপরিচ্ছিন্ন আত্মাই ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন। 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা' প্রভৃতি বাক্যের মাধ্যমে যখন জীব ব্রহ্মের ঐক্যের কথা বলা হয়, তখন জীবের মধ্যে যে শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্য আছে তাকেই বোঝানো হয়।

‘তত্ত্বমসি’ এই বাক্যে ‘তৎ’ পদের দ্বারা ব্রহ্মকে বোঝায় এবং ‘ত্বং’ পদের দ্বারা জীবের অন্তর্নিহিত শুদ্ধ চৈতন্যকে বোঝায়। ‘এই সেই দেবদত্ত’ - এই বাক্যে সেই শব্দের দ্বারা পূর্বদৃষ্ট দেবদত্ত এবং এই শব্দ দ্বারা বর্তমান দৃশ্যমান দেবদত্তকে বোঝায় অর্থাৎ উভয় অর্থই এক ও অভিন্ন পদার্থকে বোঝায়। সেইরূপ তত্ত্বমসি বাক্যেও ‘তৎ’ পদের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য এবং ‘ত্বম’ পদের দ্বারা প্রত্যক্ষ চৈতন্য অর্থাৎ উভয় অর্থই অভিন্নরূপে এক চৈতন্যমাত্র পদার্থকে বোঝায়। ‘ব্রহ্ম শুদ্ধ’ অপাপবিদ্ধ; জীব পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট দুর্বল, মলিন, তবু উভয়ের ঐক্যের কথা যখন বলা হয়, তখন জীবের অন্তর্নিহিত শুদ্ধচৈতন্যকে বোঝানো হয়। নতুবা ‘সোহং’, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এইসব সাক্ষাৎ অনুভূতি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

প্রতিবিম্ববাদ ঃ জীব ব্রহ্মের মায়িক বিকাশ। জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে অদ্বৈত বেদান্তে দুটি মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। একটি ‘প্রতিবিম্ববাদ’ এবং অপরটি ‘অবচ্ছেদবাদ’। প্রতিবিম্ববাদ অনুসারে জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। এক জোতির্ময় সূর্য এক হওয়া সত্ত্বেও যেমন বিভিন্ন জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিবিম্বিত হওয়ার জন্য বহু প্রতীয়মান হয়, তেমনি স্বয়ং প্রকাশ আত্মা এক হওয়া সত্ত্বেও বহু দেহে অনুগত হওয়ার জন্য বহু প্রতীয়মান হয়। জলে যেমন সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়, সেরূপ ব্রহ্ম মায়াসৃষ্ট অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয়। সেই প্রতিবিম্বই জীব। জলে প্রতিবিম্ব সূর্য যেমন সূর্যের আভাস, প্রকৃত সূর্য নয়; ঠিক তেমনি জীবও পরমাত্মার আভাসমাত্র। অবিদ্যা থেকে আভাসের উৎপত্তি। সেই কারণে ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্বও অবিদ্যামূলক এবং জীবের সংসারলীলাও অবিদ্যাশ্রিত।

অবচ্ছেদবাদ ঃ কোনো কোনো অদ্বৈত বেদান্তী মতে, জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নয়। জীব অদ্বিতীয় ও অখণ্ড ব্রহ্মের আংশিক অভিব্যক্তি। জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ। ঘটের অবচ্ছেদ বা আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ার জন্য যেমন মহাকাশকে ঘটাকাশ নাম দেওয়া হয়, সেরূপ অন্তঃকরণ আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে অখণ্ড, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জীব নামে অভিহিত হয়। 'ঘটাকাশ মহাকাশের সখণ্ড বা আংশিক অভিব্যক্তি, জীব ও পরমাত্মার আংশিক বিকাশ।' এই মতবাদ 'অবচ্ছেদবাদ' নামে বেদান্ত দর্শনে অভিহিত হয়। 'অংশো নানা ব্যপদেশাৎ' এই সূত্রে ব্রহ্ম সূত্রকার জীবকে ঈশ্বরের অংশ হিসাবে অভিহিত করেছেন। অগ্নির স্ফূলিঙ্গ যেমন, ব্রহ্মের জীবভাবও তেমনি। তবে জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে বর্ণনা করা হলেও আসলে এই অংশ কাল্পনিক, বাস্তব নয়। কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব, সেহেতু নিরংশের অংশ কল্পনা করা যায় না। সূত্রকার নিজেই বলেছেন যে অগ্নি এবং তার স্ফূলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে যেমন ভেদ নেই, তেমনি জীবের ও ঈশ্বরের চৈতন্যাংশে কোনো ভেদ নেই।

তবে আমাদের কাছে প্রতিবিম্ববাদের তুলনায় অবচ্ছেদবাদই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। পরমাত্মারূপী সূর্যের প্রতিবিম্ব মহদাদিবিশিষ্ট আধারে জীবরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই জীব প্রতিবিম্ব পরমাত্মারূপী সূর্যরশ্মির অণুমাত্র। সূর্য বিভু, জীব অণু - এইরূপ ভেদ প্রতীতি ঘটে এবং পরমাত্মারূপী সূর্যের সর্বশক্তি সর্বগুণ জীব প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হচ্ছে না, অতএব জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাধনের বিষয়ে প্রতিবিম্ববাদ সমীচীন নয়। 'তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ' এই ব্রহ্মসূত্র অনুযায়ী বিম্ব ও প্রতিবিম্বের অভেদত্ব ও অনন্যত্র প্রমাণ করা সুকঠিন। কারণ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম জীব প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাসিত হয়ে তদসাম্য নির্গুণত্ব গতি লাভ করে। ক্লেশ-কর্ম-বিপাক-আশয় পরামিষ্ট জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব লাভ করেও এক অদ্বৈত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 'নিরঞ্জনং পরমং সাম্যং উপৈতি ব্রহ্মণ' - উপনিষদের এই বাণী প্রমাণ করে যে সাম্য সাদৃশ্য হতে পারে, অভিন্নতা সূচনা করতে পারে না।

অবচ্ছেদবাদ ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অধিকতর সমীচীন মতবাদ। অনন্ত সাগর বক্ষে একটি ঘটকে ডুবিয়ে তাকে জলে পরিপূর্ণ করা হল। ঘটটির অভ্যন্তরে, বাইরে, উপরে, নিম্নে সর্বত্র জল এবং এই জলের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। কেবলমাত্র ঘটের আবরণী দ্বারা বেষ্টিত ঘট মধ্যস্থ জলকে সমুদ্রের জল থেকে পৃথক ভাবলে ভুল বোঝা হয়। কারণ আধার অনুযায়ী জলের উপাধি ভেদ মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত মাত্র। তেমনি অনন্ত অখিল রস-সিন্ধু চিন্ময় ব্রহ্মের মধ্যে জীব অবিদ্যা কল্পিত। মায়া প্রভাবে দেহ-মন-অন্তঃকরণের আবরণীর জন্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের মধ্যে জীবকে পৃথক বলে মনে হয়। সিন্ধু ও ঘটের জল যেমন এক, তেমনি জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। এটি অবচ্ছেদবাদের সমর্থনে দৃষ্টান্ত। ব্রহ্ম মহাকাশ, জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম অপার অনন্ত সিন্ধু, জীব সেই সিন্ধু মধ্যস্থিত একটি জলপূর্ণ ঘট। কেবল উপাধির ভেদমাত্র, স্বরূপতঃ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ